STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
satsa
WEST BENGAL
www.satsawb.org

সাট্‌সা বুলেটিন

৭ম বর্ষ • ২৯তম সংখ্যা • অক্টোবর, ২০১৭

সম্পাদকীয়...

রাজ্যের নতুন কৃষি মন্ত্রী হিসাবে ডঃ আশীষ ব্যানার্জী দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সাট্‌সা নতুন কৃষি মন্ত্রীকে বিশেষভাবে স্বাগত জানায়। রাজ্যের কৃষি, কৃষক ও কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের উন্নতিতে রাজ্য সরকারের সহযোগী শক্তি হিসাবে কৃষি দপ্তরের পরিকল্পনা প্রতিনিয়ত সার্থকভাবে রূপায়ণ করে চলেছে আমাদের প্রিয় সংগঠন সাট্‌সা। কোনো অবস্থাতেই সাট্‌সা, কৃষি দপ্তরের জনকল্যানমুখী কর্মকান্ডের প্রতিবন্ধকতা সহ্য করবেনা। কৃষি দপ্তরের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করতে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কৃষি দপ্তরের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পাশাপাশি সাট্‌সা সংগঠনকেও দূর্বল করার কুচক্র সবসময় কাজ করে চলেছে। তা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে আপনারা উপলব্ধি করেছেন যে ঐক্যবদ্ধ ও জনমুখী ভাবনা সমৃদ্ধ একটি সংগঠনকে বাইরের কোনো শক্তিই দূর্বল করতে পারেনি। সাট্‌সার সাফল্য, ঐতিহ্য, পরিশ্রম, রাজ্যের কৃষকের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করবার উৎসাহ এবং সফল নেতৃত্বকে কোণঠাসা করবার গভীর চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।

তবে কুচক্রীরা সাময়িক হতোদ্যম হলেও সাট্‌সার বিরোধিতায় এরা সদা সক্রিয়। অকর্মন্য কতিপয় ব্যক্তি সরকারের উন্নয়ন প্রয়াসের বিরুদ্ধাচারণ করে চলেছে। সাট্‌সার অনুরাগীদের কাছে সংগঠনের আহ্বান, আপনারা এদের চরিত্র চিনে নিন, যারা অতীতেও একাধিকবার সাট্‌সার রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে কায়েমী স্বার্থ পূরণের জন্য। এদের না আছে আদর্শ—না আছে বিশ্বাসযোগ্যতা। কেবল সুবিধা ও ক্ষমতার লিপ্সায় সর্বদা লালায়িত এই চরিত্রগুলো চাকুরী জীবনে কেবল নিজেদের সুবিধার জন্য সাধারণ সদস্যদের ভ্রান্ত পথে চালিত করার প্রচেষ্টা করেছে। ঐতিহাসিকভাবে বারে বারে এদের মুখোশ খুলে গেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে সাট্‌সার ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও তার নেতৃত্বের বিচক্ষণতার জন্য।

তাই সাধারণ সদস্যদের প্রতি সংগঠনের আহ্বান আপনারা ঐক্যবদ্ধ থেকে এই অপপ্রয়াসকে প্রতিরোধ করুন। নির্ভয়ে রাজ্যের কৃষি উন্নয়নে নিবেদিত হন। সাট্‌সা আপনাদের সদা অতন্দ্র প্রহরীর মত রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।

আর স্বার্থপর, সুযোগ সন্ধানী কুচক্রীরা সাবধান। আপনারা সাট্‌সার সাহায্যে পুষ্ট হয়েও পিছন থেকে সংগঠনকে আঘাত করেছেন। জেনে রাখুন পঁয়ষট্টি বছরে সাট্‌সা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সামান্য ঝড়ে পুরোনো পত্র খসে পড়তে পারে কিন্তু অচিরেই নবপল্লবে তা বিকশিত হয়ে ওঠে—সদস্যদের তা নিরাপদ আশ্রয় স্থলে পরিণত হয়। কারণ অভিমানী সদস্যদের স্বসম্মানে সংগঠনে প্রতিষ্ঠা দেবার ইতিহাস থাকলেও ঘুণ সৃষ্টিকারী কীটদের স্থান নেই সাট্‌সায়।

সাট্‌সার শাশ্বতধারা চরৈবেতি। সাট্‌সা জিন্দাবাদ।

কার্য্যভার গ্রহণ করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন কৃষি মন্ত্রী

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন মাননীয় ডঃ আশীষ ব্যানার্জী মহাশয়। সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের পদাধিকারীবৃন্দ তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। রাজ্যের কৃষি ও কৃষকের উন্নতির লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের পদাধিকারীদের মত বিনিময়ও হয়।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৭–১৮ বর্ষের দ্বিতীয় সভার প্রতিবেদন

গত ১৯শে আগষ্ট ২০১৭ তারিখে 'সাট্‌সা ভবনে' অনুষ্ঠিত হল সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের ২০১৭-১৮ বর্ষের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সভা।

সহ সভাপতি শ্রী কমল ভৌমিক উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সর্ব প্রথমে তিনি গত তিনমাস যাবৎ কৃষি অধিকর্তার বিভিন্ন স্বৈরতান্ত্রিক কাজকর্মের দিকে সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে সকলকে মতামত প্রকাশের অনুরোধ করেন। তিনি সকল সদস্যের ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দেন।

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সাধারণ সম্পাদক, শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক বক্তব্য রাখেন ও সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে এই কার্যনির্বাহী কমিটির সভার গুরুত্ব অন্যান্য সভার থেকে ভিন্ন। বিগত তিন মাসে, সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন শীঘ্রই ৬টি নতুন কৃষি ব্লক ও আনুষঙ্গিক পদ সৃষ্টি হতে চলেছে। প্রশাসনিক মহকুমার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি মহকুমা সৃষ্টিই হওয়া উচিত সংগঠনের পরবর্ত্তী দাবী। 'উত্তর কন্যা' কার্যালয়ে কৃষি অফিস তৈরী ও একটি উপ কৃষি অধিকর্তা সহ দুটি সহ কৃষি অধিকর্তার পদ সৃষ্টির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, যেহেতু বিভিন্ন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা, পদ মর্যাদার আধিকারিকগণ উত্তর কন্যা-তে কর্মরত, সেহেতু কৃষি দপ্তরের তরফে একটি 'অপর কৃষি অধিকর্তা' মর্যাদার পদ উত্তরকন্যাতে সৃষ্টি করা আবশ্যিক। এছাড়াও তিনি জানান আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় কৃষি দপ্তরের বর্তমান পদবিন্যাসের পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। আধিকারিকদের বায়োডাটা HRM সেলকে পুঙ্খানুপঙ্খু ভাবে পরীক্ষা করে পাঠানোর জন্যে তিনি জেলা সম্পাদকদের অনুরোধ করেন।

শ্রী ভৌমিক আরও বলেন, বর্তমানে সংগঠনের এই অস্থির পরিবেশই হল সঠিক সময়, যখন এই প্রতিকুলতাকে শক্ত হাতে প্রতিহত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ আমাদের কৃষিকৃত্যক ও সংগঠনের ক্ষতি করার অভিপ্রায় নিয়ে একজোট হয়েছেন এবং তাদের ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন আমাদের সংগঠনেরই যুগ্ম সম্পাদক (গবেষণা) ও আরও কয়েকজন সদস্য। এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর হয়ে অন্য সংগঠনের কিছু সদস্য ও অবসর প্রাপ্ত কতিপয় আধিকারিকও কাজ করে চলেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে কৃষি ও কৃষক স্বার্থবিরোধী এই অশুভ চক্র বেশী দিন এই ধরনের কাজ করতে পারবেন না। তিনি দ্বর্থহীন ভাষায় বলেন যে আমাদের প্রিয় সংগঠনকে কালিমালিপ্ত করতে যুগ্ম সম্পাদক (গবেষণা) ও তার সহযোগীরা গবেষণা শাখার সদস্যদের ভীতি প্রদর্শন করে অসাংবিধানিক পথে তথাকথিত পদত্যাগ পত্রে সই করতে বাধ্য করেছেন।

তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শাখার অন্তর্ভূক্তি যেহেতু সংগঠনের গত ১৫ বছরেরও বেশী সময় ধরে ঘোষিত নীতি, তাই এই প্রসঙ্গে তোলা যাবতীয় অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সংক্রান্ত সমস্ত নথি সংগঠনের কাছে সংরক্ষিত আছে ও জেলা নেতৃত্বের কাছেও এর প্রতিলিপিগুলি রাখতে তিনি অনুরোধ করেন।

উদ্যানপালন দপ্তরে Director of Horticulture (Admn.) পদ গঠনের প্রসঙ্গে, অন্য সংগঠনকে তাদের ধ্বংসাত্মক ভূমিকার জন্য দোষারোপ করে তিনি বলেন যে এই পদটি প্রযুক্তিবিদ্‌দের উপরে আরোপিত একটি অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদ। কৃষি অধিকরণে এই ধরনের পদ সৃষ্টি কখনই কাম্য নয়।

সংগঠনের সকল সদস্যের ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমেই বর্তমান প্রতিকুলতাকে প্রতিহত করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রী তপন কুমার দাস, সহ-সভাপতি বলেন যে বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতি আমাদের প্রিয় সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। তিনি পূর্বতন কিছু ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে সাট্‌সা সকল ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠেছে ও আরও শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ পরিস্থিতির সুযোগ নেবার প্রচেষ্টায় থাকতে পারেন - এ ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকার পরামর্শ তিনি দেন।

সহ সভাপতি শ্রী মৃদুল সাহা সংগঠনের কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করে মনে করিয়ে দেন যে সাট্‌সার লড়াই তার সদস্যবৃন্দের বৃহত্তর স্বার্থে-গবেষণা শাখার বিরুদ্ধে নয়।

শ্রী মুরারী যাদব সভাপতি, সাট্‌সা এই পর্যায় থেকে সভার সভাপতিত্বের দায়িত্ব নিয়ে বর্তমান কৃষি অধিকর্তার কর্ম পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তিনি গবেষণাশাখার সদস্যদের তথাকথিত পদত্যাগ পত্রগুলির বয়ানে যে 'Communal' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে তার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এই পত্রের বয়ান প্রস্তুতকারীদের কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে কাজ করার আদৌ কোনো মানসিকতা আছে কিনা, সে ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেন।

শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) সংগঠনের কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে সংগঠনের পক্ষে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে - কৃষি অধিকর্তার নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে, কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়। এই পদেক্ষপ পরবর্ত্তীকালে দপ্তর ও সদস্য বন্ধুদের উপকারেই আসবে। তিনি বিভিন্ন জেলার সাধারণ সভায় উত্থিত দাবী উল্লেখ করে বলেন যে কৃষি অধিকর্তার পদটি সম্প্রসারণ শাখা থেকে হওয়া উচিৎ বলে সাধারণ সদস্যরা জানিয়েছেন, এবং এক্ষেত্রে অধিকাংশ সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার সর্বোতভাবেই সংগঠনের আছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জেলা সম্পাদকদের জেলা ও মহকুমা স্তরে সকল সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করার অনুরোধ জানান।

পত্রিকা সম্পাদক, শ্রী সুমন সেন, এরপর বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান যে সাট্‌সা ভবন ও দীঘায় হলিডে হোম অনলাইন বুকিং করার ব্যবস্থা সংগঠনের ওয়েবসাইটে (www.satsawb.org) যুক্ত করা হয়েছে। তিনি নির্দিষ্ট ফর্মে সদস্যদের জীবন পঞ্জি পাঠিয়ে গ্রেডেশন লিস্ট তৈরীতে সাহায্য করার জন্য সব জেলাকে ধন্যবাদ দেন। তিনি কৃষি পুস্তিকার প্রকাশনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সংগঠনের বর্তমান দৃষ্টিকোণ নিয়েও আলোচনা করেন।

শ্রী শক্তি ভদ্র, যুগ্ম সম্পাদক (এস্টাবলিস্‌মেন্ট) গবেষণা শাখার গ্রেডেশন লিস্ট তৈরীর বর্ত্তমান অগ্রগতি সভার কাছে পেশ করেন। তিনি MCAS ও Confirmation-এর আবেদনগুলি নির্দিষ্ট ধাপগুলির মাধ্যমে পাঠানোর অনুরোধ করেন। তিনি আরও জানান যে নতুন আধিকারিকদের PVR ও মেডিকাল রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট জেলাতে সার্ভিসবুক সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজনে শীঘ্রই পাঠানো হবে।

কেন্দ্রীয় কোষাধক্ষ্য শ্রী গৌতম মন্ডল বলেন যে জানুয়ারী ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৭-এর অডিট রিপোর্ট মাত্র চারটি জেলা জমা দিয়েছে। তিনি অন্যান্য জেলা ইউনিটগুলিকে অতি সত্বর এই রিপোর্ট জমা দেবার অনুরোধ জানান। তিনি কৃষি পুস্তিকার বকেয়া অর্থ শীঘ্র মিটিয়ে দেবার জন্যও জেলাগুলিকে অনুরোধ করেন।

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

'চাষী আর চষা মাটি / এই দুই মিলে দেশ খাঁটি'।। —প্রচলিত

সন্দেশ এক নজরে—

১) প্রশাসনিক শাখায় উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ পদে একজন আধিকারিক উপ কৃষি অধিকর্তা থেকে যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা পদে বদলী হয়েছেন।

২) এই শাখাতেই উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ পদে একজন আধিকারিক সহ-কৃষি অধিকর্তা থেকে উপ কৃষি অধিকর্তা পদে বদলী হয়েছেন।

৩) গবেষণা শাখার ৯ জন আধিকারিকের ৮ বছরের MCAS সংক্রান্ত আদেশনামা গত ২৮শে জুলাই ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

৪) প্রশাসনিক শাখার ১৬ জন আধিকারিকের Confirmation সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে গত ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে।

৫) মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, দঃদিনাজপুর জেলায়, সাট্‌সা জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল গমের ঝলসা জাতীয় রোগ সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচী। পদযাত্রা, আলোচনা সভা ও ট্যাবলোর মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

৬) সহকৃষি অধিকর্তার পদমর্যাদার আধিকারিকদের বদলী সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশের দায়িত্ব ফিরে গেল কৃষি দপ্তরের (Agril. Department) অধীনে। এ সংক্রান্ত আদেশনামা বলবৎ হল গত ১৫ই নভেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে।

ঘরে বসেই অনলাইন বুকিং–এর সুবিধা
দীঘার হলিডে হোম ও কলকাতার সাট্‌সা ভবনের

গত ১লা জুলাই ২০১৭ তারিখ থেকে নিউদীঘাতে সাট্‌সার হলিডে হোম চালু হয়েছে। দুটি ডবল রুমের ব্যবস্থা রয়েছে। সদস্যবন্ধুদের সুবিধার্থে অনলাইন বুকিং-এর ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। কলকাতাস্থিত সাট্‌সা ভবনের বুকিংও এখন নেওয়া হচ্ছে অনলাইন পদ্ধতিতে।

বিস্তারিত জানতে www.satsawb.org দেখুন। এ প্রসঙ্গে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন—

৯৪৩৩২২৪৩৩৭ / ৯৪৩৪৫০২৬৬৭ নম্বরে

১ম সভার প্রতিবেদন...

প্রথম পাতার পর

হিসাব রক্ষক শ্রী শরদিন্দু পাল, জেলা ইউনিটগুলিকে, সংগৃহীত বিভিন্ন সাংগঠনিক তহবিল গুলি নিয়মিতভাবে জমা দেবার আবেদন জানান। এছাড়াও দীঘার হলিডে হোমের বুকিং-এর জন্য সকল সদস্য বন্ধুদের আরও উদ্যোগী হবার অনুরোধও করেন।

শ্রী স্বরূপ চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক (আইন বিষয়ক) কৃষি অধিকর্তার নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে যে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। 'স্যাট'-এ বিষয়টি দীর্ঘায়িত হলে তা উচ্চতর আদালতে নিয়ে যাওয়ার পক্ষেও মত প্রকাশ করেন।

কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শ্রী অরুণাভ মাইতি, সংগঠনের নেওয়া পদক্ষেপের স্বপক্ষে নিজের মত ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সুরজিৎ রায় যে কোনো কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করার ব্যাপারে সকল সদস্যদের উৎসাহিত করেন।

কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য, শ্রী শঙ্কর দাস বলেন, যে সকল কুচক্রী সদস্য ক্রমাগত সংগঠনকে দূর্বল করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের সদস্যপদ অবিলম্বে খারিজ করা উচিৎ।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, শ্রী সুকান্ত দাশগুপ্ত দার্জিলিং জেলার সদস্যদের আর্থিক সংকটের দিকটি তুলে ধরেন এবং সভাও তিনমাস যাবৎ তাদের বেতন না পাওয়ায় চিন্তা ব্যক্ত করেন। সভা আশা প্রকাশ করেন যে সরকারের সুচিন্তিত পদক্ষেপে নিশ্চয়ই এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা ইউনিটের তরফে আসা শ্রী মৃদুল ভক্তের সদস্যপদ গ্রহণের আবেদন ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্য শ্রী ভক্তি কুসুম দাসের সাম্মানিক সদস্যপদের আবেদন দুটি সভায় অনুমোদিত হয়।

অতঃপর সভাপতি, জেলা সম্পাদকদের তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য ও তাদের জেলার কোনো জরুরী সমস্যা থাকলে তা সভায় পেশ করার অনুরোধ জানান।

শ্রী মৃণাল কান্তি ঘোষ, জেলা সম্পাদক, বর্ধমান জেলা, 'সম্প্রসারণ' ও 'গবেষণা' শাখার দুটি পৃথক অধিকরণ থাকার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। তিনি SDRF এর অধীনে ক্ষতি পূরণ দেবার সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার চিহ্নিতকরণের বিষয়টি NRSA-এর কাছে থাকা সফটওয়ার ব্যবহার করে করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

নদীয়া জেলার 'জেলা সম্পাদক' শ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের জন্য একটি পৃথক 'হোয়াটস্ অ্যাপ' গ্রুপ তৈরী করার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

দপ্তর সম্পাদক শ্রী সুজন সেন, সভাপতির অনুমতিক্রমে, শ্রী বুদ্ধদেব নস্কর, যুগ্ম সম্পাদক (গবেষণা) ও শ্রী সন্তোষ রায়, সদস্য, সাট্‌সা-এর করা সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপগুলি সভায় ব্যক্ত করেন। তারা সংগঠনের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) সহ ১৩ জনের বদলীর আদেশনামা সংক্রান্ত ঘটনা পরম্পরায় যুক্ত থেকে সংগঠন বিরোধী কাজ করেছেন বলে তিনি জানান। উপরন্তু, শ্রী নস্কর অতীতে গবেষণা শাখার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তান্তর সংক্রান্ত সংগঠনের মূল নীতির প্রতি সহমত হয়েও পরবর্ত্তীকালে আকস্মিকভাবে বিপরীত মত পোষণ করেছেন। এছাড়াও তিনি সাট্‌সার, সাধারণ সম্পাদকের অনুমতি ব্যতিরেকে গবেষণা শাখার সদস্যদের পত্র প্রেরণ করেছেন—যা সংগঠনের সংবিধান বিরোধী।

শ্রী সেন আরও জানান যে, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত তিন সদস্যের 'শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির' ডাকা আলোচনা সভায় শ্রী নস্কর ও শ্রী রায় উপস্থিত হননি। এই সকল ঘটনা পরম্পরা ও তাদের কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর তরফে তাদের সদস্যপদ খারিজের প্রস্তাব সভায় পেশ করা হয়।

সভা সর্বসম্মতিক্রমে শ্রী বুদ্ধদেব নস্কর ও শ্রী সন্তোষ রায়ের সদস্যপদ খারিজের প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও তা অনতিবিলম্বে কার্যকরী করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

অতঃপর সভাপতি সাট্‌সা, শ্রী মুরারী যাদব শ্রী বুদ্ধদেব নস্করের সদস্যপদ খারিজের প্রেক্ষিতে গবেষণা সাব কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে শ্রী শঙ্কর দাস (সিনিয়র) এর নাম প্রস্তাব করেন। শ্রী শঙ্কর দাস (সিনিয়র) কে স্বাস্থ্য সাব কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব দেবার প্রস্তাবও তিনি রাখেন। প্রস্তাবগুলি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

জেলার খবর :

নদীয়া

গত ১৫ই অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সাট্‌সা, নদীয়া জেলা শাখার উদ্যোগে নাকাশীপাড়া ব্লকের বেথুয়াডহরির কৃষক বাজারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'গমের ঝলসা জাতীয় রোগ' ও পি.ও.এস (P.O.S.) যন্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী কল্লোল খান ও নদীয়া জেলা পরিষদের মাননীয় কর্মাধক্ষ্য শ্রী সমরেশ বিশ্বাস। গত ১২ই নভেম্বর ২০১৭ ও ১৮ই নভেম্বর ২০১৭ তারিখে এই ধরনের আরও দুটি সভার আয়োজন করা হয় যথাক্রমে রাণাঘাট-২নং ব্লকে ও হাঁসখালি ব্লকের বগুলাতে। অনুষ্ঠানগুলিতে মাননীয় বিধায়ক শ্রী সমীর কুমার পোদ্দার ও শ্রী সত্যজিৎ বিশ্বাস মহাশয় ছাড়াও ব্লকগুলির পঃ সমিতির মাননীয় সভাপতি ও কৃষি কর্মাধক্ষ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সাট্‌সার পদাধিকারী ও সদস্যবৃন্দের সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় কৃষক ও কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ীগণ এই অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন বলে জানান।

বাঁকুড়া

সাট্‌সা বাঁকুড়া জেলা শাখার প্রচেষ্টায় প্রযুক্তি নির্ভর দুটি আলোচনা সভা আয়োজিত হল বাঁকুড়া - খ্রীষ্টান কলেজ ও বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটেন্ডেড ক্যাম্পাস - ছাতনা কৃষি কলেজে। বিগত ২১/৮/২০১৭ তারিখে বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ কর্তৃপক্ষ ও সাট্‌সা বাঁকুড়া জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে ও উক্ত কলেজের প্রায় তিন শত ছাত্রছাত্রীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'Combating Climate Change in a Sustainable Way' - বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে সাট্‌সার সদস্যবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ফটিক বরণ মন্ডল সহ অন্যান্য অধ্যাপক বৃন্দ। কৃষি উদ্যোগপতি শ্রী সিদ্ধার্থ সেন ও শ্রী সিদ্ধেশ্বর চিনা প্রমুখও অনুষ্ঠানটি উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ০৯/০৯/২০১৭ তারিখে বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটেন্ডেড ক্যাম্পাস ছাতনা কৃষি কলেজে প্রায় ৬০ জন কৃষি ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে আবহাওয়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত দ্বিতীয় আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে বিধায়ক মাননীয়া শ্রীমতী জ্যোৎস্না মান্ডি, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (রেঞ্জ) শ্রী প্রণবজ্যোতি পন্ডিত, ছাতনা কৃষি কলেজের ডীন ডঃ সত্যনারায়ণ ঘোষ, ছাতনা পঃ সমিতির সভাপতি শ্রীমতী তাপসী মন্ডল প্রমুখ উপস্থিত থেকে একে সাফল্যমন্ডি করে তোলেন।

দুটি অনুষ্ঠানের সঙ্গেই সাট্‌সা বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে চারা বিতরণ ও বৃক্ষ রোপণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়।

"Science is a beautiful gift to humanity, we should not distort it"

--DR. A.P.J. Abdul Kalam

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী সন্দীপ্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত।